بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনচরিতের আলোকে ঐশী একত্ববাদের ঈমানদীপ্ত আলোচনা

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ১০ এপ্রিল, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্মানির রহিম। আল্হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈ'ন। ইহ্দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্দল্লীন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, আজ আমি নিজ মনিব ও অভিভাবকের পদাঙ্ক অনুসরণে একত্ববাদ প্রতিষ্ঠায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর চেষ্টা-প্রচেষ্টা, তাঁর (আ.) ব্যবহারিক আদর্শ এবং নিজের অনুসারীদের উপদেশ ও তরবীয়ত প্রদানের কিছু ঘটনা উপস্থাপন করবো।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, এক ব্যক্তির ছেলে মারা গেলে তার এক বন্ধু তাকে সমবেদনা জানাতে আসেন। তখন সে চিৎকার করে কাঁদতে থাকে আর বলে, আল্লাহ্তা'লা আমার প্রতি খুবই অন্যায় করেছেন। অর্থাৎ সে মনে করে, আল্লাহ্তা'লা তার কোনো অধিকার হরণ করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এরপর বলেন, চিন্তা করা উচিত, এমন কোন্ অধিকার রয়েছে যা বান্দা আল্লাহ্তা'লার জন্য আবশ্যক করেছে?

প্রত্যেকের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত, আমরা যে নিয়ামতরাজি এবং সন্তান-সন্ততি লাভ করেছি, তা কেবলই আল্লাহ্তা'লার অসীম অনুগ্রহের ফসল। এই উপলব্ধি আমাদের নিকট এই দাবিই করে যে, আমরা যেন সর্বদা আল্লাহ্র সমীপে বিনত থাকি, আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজের মাধ্যমে যেন তাঁরই একত্ববাদ বা তৌহিদের প্রকাশ ঘটে এবং শির্কের সামান্যতম মিশ্রণও যেন আমাদের মাঝে দেখা না যায়। আমরা যেন কখনোই এটি মনে না করি যে, আল্লাহ্র ওপর আমাদের কোনো অধিকার রয়েছে। সামান্য ইবাদত করলেই তাঁর প্রাপ্য অধিকার আদায় হয়ে যায় না; বরং আমরা যা কিছু করি, তা নিজেদেরই কল্যাণের জন্য করি।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজের ছোটো ছেলে মির্যা মোবারক আহ্মদ সাহেবকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। অসুস্থতার সময় তিনি (আ.) তার বিশেষ যত্ন-আত্তিও করছিলেন। এ কারণে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) মনে করছিলেন, যদি মোবারক আহ্মদ সাহেব মারা যায় তাহলে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) প্রচণ্ড কষ্ট পাবেন। অথচ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মোবারক আহ্মদের মৃত্যুর সংবাদ জানতে পেরে পরম ধৈর্যের সাথে বিষয়টি মেনে নেন এবং বন্ধুদের কাছে পত্রে লেখেন যে, মোবারক আহ্মদ মারা গেছে, কিন্তু এ বিষয়ে আতঙ্কিত হওয়া উচিত নয়; আল্লাহ্তা'লার অমোঘ তকদীরে আমাদের ধৈর্য ধারণ করা উচিত। অতঃপর তিনি বাইরে এসে হাস্যোজ্জ্বল মুখে বক্তৃতা করতে লাগলেন যে, মোবারক আহ্মদের বিষয়ে আল্লাহ্তা'লার যে ইলহাম ছিল, তা পূর্ণ হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর একটি কবিতাও রয়েছে:

'আহ্বানকারীই হলেন সবার চেয়ে প্রিয়, ওরে মন! তাঁরই তরে বিলীন কর আপন প্রাণ।'

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন যে, সুলতান আব্দুল হামিদ খানের অনেক সিদ্ধান্তই ত্রুটিপূর্ণ ছিল, কিন্তু তাঁর একটি কথা আমার অত্যন্ত পছন্দ হয়েছিল। যখন উজিরগণ (মন্ত্রীরা) যুদ্ধ এড়ানোর জন্য বিভিন্ন দুর্বলতা ও প্রতিকূলতার কথা তুলে ধরলেন, তখন সুলতান বলেছিলেন 'কিছু বিষয় তো আল্লাহর ওপরও ছেড়ে দেওয়া উচিত।' এই ঘটনার মাধ্যমে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আল্লাহ্‌র ওপর পূর্ণ ভরসা বা তাওয়াক্কুলের গুরুত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) শিরঃপীড়া ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলেন। জনৈক চিকিৎসক সম্পর্কে শোনা গেল যে, এই রোগ নিরাময়ে তার বিশেষ পারদর্শিতা রয়েছে। তাকে ডেকে পাঠানো হলে সে হুযূর (আ.)-কে পরীক্ষা করল এবং দম্ভভরে বলল যে, 'আগামী দুই দিনের মধ্যেই আমি আপনাকে সুস্থ করে দেব।' চিকিৎসকের এই উক্তি শ্রবণ করে হুযূর আকদাস (আ.) তৎক্ষণাৎ ভেতরে চলে গেলেন এবং হযরত মৌলবি নূরুদ্দীন সাহেব (রা.)-কে চিরকুট লিখলেন যে, 'আমি এই ব্যক্তির নিকট থেকে কোনোভাবেই চিকিৎসা করাতে চাই না; সে কি আল্লাহ্ হবার দাবি করছে?' অতঃপর হুযূর (আ.) তাকে যাতায়াত খরচ বাবদ প্রাপ্য অর্থ ছাড়াও অতিরিক্ত আরও ২৫ টাকা দিয়ে বিদায় করার নির্দেশ দিলেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, আল্লাহ্ তাদেরই ভালোবাসেন যারা তাঁর মহিমা ও মর্যাদা রক্ষায় অন্তরে গভীর আবেগ ও আত্মাভিমান পোষণ করে। এমন ব্যক্তিরা এক অতি সূক্ষ্ম পথ দিয়ে অতিক্রম করেন; খোদার প্রতি হৃদয়ে প্রবল ভাবাবেগ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত সকল প্রকার মানুষ তাদের সহযাত্রী হতে পারে না এবং মানুষ কোনো আধ্যাত্মিক স্বাদও আস্বাদন করতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের হৃদয়ে মহান আল্লাহ্‌র প্রতি ব্যক্তিগত ও অকৃত্রিম আবেগ সৃষ্টি না হয় এবং যতক্ষণ মানুষ আত্মিক কলুষতা ও জাগতিক লাভ-ক্ষতির চিন্তা থেকে নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে না পারে, ততক্ষণ তার কোনো ইবাদত বা সদকা কবুল হয় না।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, অতএব, দোয়া কবুলের জন্য এটি অপরিহার্য যে, তৌহিদের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ও ঈমান থাকতে হবে এবং আল্লাহর ভালোবাসা লাভের আকুতিই যেন দোয়ার প্রথম ও প্রধান বিষয় হয়। যারা অভিযোগ করেন যে, 'আমরা অনেক দোয়া করেছি, অমুক ইবাদত করেছি, নফল পড়েছি কিংবা সদকা দিয়েছি কিন্তু দোয়া কবুল হয়নি'-তারা যেন এই বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করেন। এটিই হলো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বর্ণিত সেই আধ্যাত্মিক মহৌষধ।

আল্লাহ্‌তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে সম্বোধন করে বলেন, যেহেতু এই যুগে তুমি আমার তওহীদের প্রচারক এবং তওহীদের হারানো সম্পদ পুনরায় পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করছ, সেজন্য হে মুহাম্মদী মসীহ্! তুমি আমার কাছে ততটাই প্রিয় যতটা আমার তওহীদ ও তাফরীদ (আমার একত্ববাদ ও অনন্যতা) আর খিষ্টানরা যেহেতু মিথ্যা রটনা ও অপবাদের মাধ্যমে তাদের মসীহ্‌কে আল্লাহ্‌র পুত্র বানিয়ে ফেলেছে, তাই আমার আত্মাভিমান এই দাবি করেছে যে, আমি তোমাকে এমনভাবে ভালোবাসি যা একজন সন্তানের প্রাপ্য হয়ে থাকে। যাতে জগতের সামনে সুস্পষ্ট হয়, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্(সা.)-এর শিষ্যও 'আতফালুল্লাহ্' (বা আল্লাহ্‌র সন্তান) হওয়ার মর্যাদায় উপনীত হতে পারে।

হুযূর (আ.) বলেন, আল্লাহ্‌তা'লা চান যে, ইউরোপ কিংবা এশিয়া, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী যে সকল আত্মার স্বভাব নেক ও পবিত্র, তাদের সকলকে যেন তৌহিদ বা একত্ববাদের দিকে আকর্ষণ করেন এবং আপন বান্দাদের এক অভিন্ন দ্বীনের ওপর সমবেত করেন। এটিই আল্লাহ্‌তা'লার সেই মহান উদ্দেশ্য, যার জন্য আমাকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করা হয়েছে। অতএব, তোমরাও এই উদ্দেশ্যের অনুগামী হও; তবে তা হতে হবে কোমলতা, সচ্চরিত্র এবং দোয়ার ওপর গুরুত্বারোপের মাধ্যমে।

তিনি (আ.) আরও বলেন, আমার যাবতীয় আনন্দ কেবল এর মাঝেই নিহিত এবং আমার প্রেরিত হওয়ার মূল লক্ষ্যও এটিই, যেন পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র তৌহিদ এবং মহানবী (সা.)-এর মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

অন্য এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন, আমার বয়আত গ্রহণের মূল উদ্দেশ্যও এটিই, যাতে পৃথিবীতে খোদাতা'লার তৌহিদ এবং রসূল করীম (সা.)-এর সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। কাদিয়ানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর একজন খাদেম ছিলেন, যাঁর নাম ছিল 'পীরান দাত্তা'। সকলে তাঁকে এই নামেই ডাকত। কিন্তু হুযূর (আ.) যখন তাঁকে ডাকতেন, তখন বলতেন, 'পীরি দাত্তা'; অর্থাৎ আমার পীর আল্লাহ্‌র দান।

আল্লাহ্‌তা'লা ইলহামের মাধ্যমে হযরত সাহেব (আ.)-কে সম্বোধন করে বলেছেন:

خذوا التوحيد التوحيد يا ابناء الفارس (অর্থাৎ: হে পারস্য-সন্তানেরা! তোমরা তৌহিদকে মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরো, তৌহিদকে আঁকড়ে ধরো)। এই ইলহামটি তাঁর ও তাঁর বংশধর এবং প্রতিটি বিশ্বাসীর টিকে থাকা ও উন্নতির জন্য একটি মূলমন্ত্র। যারা তাঁর বয়আতে শামিল হয়েছে, তারা আধ্যাত্মিকভাবে তাঁরই সন্তান ও বংশধরের অন্তর্ভুক্ত। যদি তারা তৌহিদকে আঁকড়ে ধরে থাকে, তবেই দ্বীন ও দুনিয়ায় সাফল্য লাভ করবে; অন্যথায় কোনো রক্তসম্পর্ক কিংবা কেবল বয়আত গ্রহণ কোনো উপকারে আসবে না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মহান আল্লাহ্‌র মোকাবিলায় কোনো মানুষকে অতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন করাকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। তাই বহুবার তিনি তাঁর অনুসারী বা উপস্থিতদের মুসাফাহার সময় পা স্পর্শ করতে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, আমি এই বিষয়ের ঘোর বিরোধী যে, কেউ আমার ছবি তুলুক এবং তা মূর্তিপূজারীদের ন্যায় নিজের কাছে রাখুক কিংবা প্রচার করুক। আমি কখনোই এমন নির্দেশ দেইনি যে কেউ এমন কাজ করুক; আর মূর্তিপূজা এবং ছবি-পূজার আমার চেয়ে বড় শত্রু আর কেউ হবে না। কিন্তু আমি দেখেছি যে, বর্তমান যুগে ইউরোপের মানুষ যখন কারো সংকলন বা পুস্তক পাঠ করতে চায়, তখন সবার আগে সেই লেখকের ছবি দেখার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। কারণ ইউরোপে 'ফিরাসাত' বা অবয়ব-দর্শন বিজ্ঞানের ব্যাপক উন্নতি ঘটেছে। তারা কেবল ছবি দেখেই চিনে নিতে পারে যে, উক্ত দাবিকারক সত্যবাদী নাকি মিথ্যাবাদী। হাজার মাইল দূরত্বের কারণে তারা আমার কাছে পৌঁছাতে পারে না এবং আমার চেহারাও দেখতে পারে না; তাই সেই দেশের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা ছবির মাধ্যমে আমার অভ্যন্তরীণ অবস্থা নিয়ে গবেষণা করেন। ইউরোপ ও আমেরিকা থেকে অনেকে আমাকে চিঠি লিখেছেন যে, আমরা আপনার ছবি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছি এবং অবয়ব-দর্শন বিজ্ঞানের মাধ্যমে আমরা এটি মানতে বাধ্য হয়েছি যে, এই ছবির অধিকারী ব্যক্তি কখনোই মিথ্যাবাদী হতে পারেন না। এমনকি আমেরিকার এক নারী আমার ছবি দেখে বলেছিলেন, 'এটি যিশু বা ঈসা (আ.)-এর ছবি।' কেবল এই উদ্দেশ্যে এবং এই সীমা পর্যন্তই আমি বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে এই পদ্ধতির ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছি। ফটো ও ছবির মাধ্যমে বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হয়েছে; যেমন পশু-পাখি শনাক্তকরণ কিংবা রোগ নির্ণয়ে এটি প্রভূত সাহায্য করে। তাই একে ঢালাওভাবে হারাম বলা সংগত নয়। ইসলাম কেবল সেই কাজগুলোকেই নিষেধ করে যা শিরক বা অনর্থক কাজের দিকে ধাবিত করে; কিন্তু জ্ঞান ও উপকারের মাধ্যম হয় এমন বিষয়কে নিষেধ করে না। তবে শর্ত হলো, ছবি যেন সৎ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়; একে উপার্জনের মাধ্যম কিংবা উদ্দেশ্যহীন প্রচারের হাতিয়ার বানানো যাবে না। কেননা এতে ধীরে ধীরে বিদআত ও শিরক জন্ম নিতে পারে। তাই সতর্কতা ও পরিমিতিবোধ অপরিহার্য। **اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ** ('নিশ্চয়ই যাবতীয় কর্ম নিয়তের ওপর নির্ভরশীল')।

হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, এ জাতীয় বিদআত আমাদের লোকদের মাঝেও শুরু হচ্ছে। কেউ কেউ নিজেদের সঙ্গে মৃত স্বজনদের ছবি লাগিয়ে রাখছেন। আবার অনেকে বিয়ে-শাদির অনুষ্ঠানে পূর্বপুরুষদের বড় বড় ছবি ফ্রেম করে টাঙিয়ে রাখছেন এই ভেবে যে, 'আমাদের প্রয়াত মুরুব্বিরাও আমাদের সাথে শামিল হয়েছেন।' এই সব কিছুই শিরক এবং বিদআত; এগুলো থেকে বেঁচে থাকা উচিত। কেবল সৎ উদ্দেশ্যে স্মারক হিসেবে অ্যালবামে ছবি রাখা জায়েজ, কিন্তু একে স্বভাবে পরিণত করা এবং প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে ছবি দেখা বা সালাম করা নিছক বিদআত।

হযরত মওলানা গোলাম রসূল রাজেকী সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, ১৯০১ সালের কথা, আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সান্নিধ্যে উপস্থিত ছিলাম। তিনি তখন মহান আল্লাহ্‌র তৌহীদ সম্পর্কে একটি ভাষণ দিচ্ছিলেন আর সেখানে তিনি বলছিলেন, কিছু মানুষ কারো কাছ থেকে উপকৃত হয়ে 'আলহামদুলিল্লাহ্' না বলে সরাসরি

'জাযাকাল্লাহ্' বলে দেয়। অথচ যদি গভীর দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করা হয়, তবে দেখা যাবে যে, এর ভেতরে এক প্রকার প্রচ্ছন্ন শিরকের দিক নিহিত রয়েছে। কারণ, প্রকৃতপক্ষে অনুগ্রহ করার মূল সত্তাটি হলো আল্লাহ্তা'লার। সুতরাং, অপরিহার্য হলো, প্রথমে আল্লাহ্তা'লার প্রশংসা ও মহিমা বর্ণনা করা এবং অতঃপর বাহ্যিক অনুগ্রহকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ 'জাযাকাল্লাহ্' বলা।

হযরত ভাই আব্দুর রহমান সাহেব কাদিয়ানী (রা.) হুযূর (আ.)-এর লাহোরের অন্তিম সফরের বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত একটি নিবন্ধে লিখেছেন, ওফাতের মাত্র কয়েকদিন পূর্বের কথা; হযরত সাহেব (আ.)-এর জিয়ারত লাভের উদ্দেশ্যে মহিলারা উপস্থিত হলেন। হুযূর (আ.) তখন অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন বিধায় তাঁদের দ্রুত বিদায় দিতে চাইলেন, কিন্তু তাঁরা মিনতি জানালেন এবং কিছু নসিহত করার আবেদন করলেন। হুযূর (আ.) চরম ব্যস্ততা সত্ত্বেও তাঁদের আবেদন গ্রহণ করলেন এবং তাঁদের তৌহিদ বা একত্ববাদের দীক্ষা দিলেন ও মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিলেন। হুযূর (আ.) অন্য এক ভাষণে বলেছিলেন, ঈসা মসীহ্কে মরতে দাও, কেননা তাতেই ইসলামের জীবন নিহিত; আর মুহাম্মদী মসীহ্কে আসতে দাও, কারণ তাতেই ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব নিহিত।

অতএব, তৌহিদের বার্তা মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিতে এবং একে নিজেদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে গড়ে তুলতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো আবশ্যক। এটিই আজ মুহাম্মদী মসীহ্র সেবকদের পবিত্র দায়িত্ব। আল্লাহ্তা'লা আমাদের এই কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

খুতবার শেষাংশে হুযুর আনোয়ার (আই.) বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি এবং মুসলিম উম্মাহ্র সার্বিক মঙ্গলের জন্য দোয়া করার আহ্বান জানান।

আল্হামদুলিল্লাহি নাহ্মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'ঊযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'ঊহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

নব প্রকাশিত বাংলা পুস্তক

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রচিত একটি অনন্যসাধারণ পুস্তকের বাংলা অনুবাদ নাযারত নশর ও এশায়াত কাদিয়ান থেকে প্রথমবার প্রকাশিত হয়েছে। **আল্ বালাগ- যার অপর নাম বেদনার ফরিয়াদ** এবং হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) রচিত **আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম** । পুস্তক দুইটি সংগ্রহ করতে সংশ্লিষ্ট দফতর অথবা জেলা ইনচার্জদের সাথে যোগাযোগ করুন। জযাকুমুল্লাহ।

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)

10 April 2026

Distributed by

Ahmadiyya Muslim Mission
.....*P.O*.....
Distt.....*Pin*.....*W.B*

To,

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in